দামুড়হুদায় ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি গ্রেফতার

বিদেশে নেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে লাখ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় ওয়ারেন্টভুক্ত এক আসামিকে গ্রেফতার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। মঙ্গলবার দিবাগত গভীর রাতে চুয়াডাঙ্গার দৌলতদিয়ার দক্ষিণপাড়া এলাকায় শ্বশুরবাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তাকে দামুড়হুদা মডেল থানায় পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দামুড়হুদা উপজেলার উত্তর চাঁদপুর (পশ্চিমপাড়া) গ্রামের হারুন অর রশিদ (৪৩) অভিযোগ করেন, তাকে কিরগিজস্তান দেশে নেওয়ার কথা বলে অভিযুক্ত একই গ্রামের আনছার আলী ও তার ছেলে মিলন হোসেন প্রায় ৫ লাখ ২০ হাজার টাকা গ্রহণ করে। পরে তাকে ভ্রমণ ভিসায় বিদেশে নিয়ে গিয়ে কোনো কাজের ব্যবস্থা না করে অবৈধভাবে সেখানে ফেলে রাখা হয়।

ভুক্তভোগী জানান, দীর্ঘদিন প্রবাসে মানবেতর জীবনযাপন শেষে পরিবারের পাঠানো আরও ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করে তিনি দেশে ফিরে আসেন। এতে তার পরিবার প্রায় ৮ লাখ টাকার আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। দেশে ফিরে অভিযুক্তদের কাছে টাকা ফেরত চাইলে তারা নানা টালবাহানা শুরু করে এবং একপর্যায়ে তাকে হুমকি-ধামকি দেয় বলে মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ঘটনায় চুয়াডাঙ্গা আদালতে মামলা দায়ের হলে আদালত আসামির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন। এরপর থেকে আসামি পলাতক ছিল।

পরবর্তীতে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ, চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের সহযোগিতায় অভিযান চালিয়ে তাকে দৌলতদিয়ার শ্বশুরবাড়ি থেকে গ্রেফতার করে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি শুধু সাধারণ মানুষের সঙ্গেই নয়, নিজের আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গেও প্রতারণা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। একসময় তিনি ফায়ার সার্ভিসে চাকরি করলেও পরবর্তীতে তা ছেড়ে প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ উপার্জনে জড়িয়ে পড়েন বলে এলাকাবাসীর দাবি। এছাড়াও, অভিযুক্তরা এ ধরনের প্রতারণার মাধ্যমে

আরও একাধিক ব্যক্তিকে বিদেশে নিয়ে গিয়ে বিপদে ফেলেছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

পুলিশ জানায়, গ্রেফতারকৃত আসামি দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিল এবং তার বিরুদ্ধে মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ফরিদপুরসহ বিভিন্ন জেলায় প্রতারণার একাধিক মামলা রয়েছে। তার নামে অন্তত তিনটি গ্রেফতারি পরোয়ানা রয়েছে, যা ২০২২, ২০২৩ ও ২০২৫ সালে দায়ের করা মামলার প্রেক্ষিতে জারি করা হয়।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ উদ্দিন বলেন, ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে। পরে তাকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দর্শনার পৌর প্রশাসকের পদোন্নতিতে ফুলেল শুভেচ্ছা

দর্শনা পৌর প্রশাসক মো. শাহিন আলম বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৮১-এর বিধি ৫(বি) অনুযায়ী সিনিয়র স্কেল (সিনিয়র সহকারী সচিব) পদে পদোন্নতি পেয়েছেন।

পদোন্নতি উপলক্ষে গতকাল রবিবার বিকাল ৪টায় মেয়রের কার্যালয়ে পৌর কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে আরিফিন হোসেনের সভাপতিত্বে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পৌর প্রশাসক শাহিন আলম বলেন, আমার চাকরিজীবনের শুরুতে এ দায়িত্ব অনেক বড় বোঝা মনে হতো। কিন্তু কিছুদিন পর বুঝতে পারলাম, এটি মানুষের সেবা করার অন্যতম বড় মাধ্যম। খুব সহজেই মানুষের কাছে পৌঁছানো যায় এবং সামান্য সহযোগিতায় মানুষকে খুশি করা সম্ভব। আমারও মানুষের সেবা করার ইচ্ছা ছিল, আর সেই সুযোগ আপনারাই করে দিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, আপনারা যদি আমাকে সহযোগিতা না করতেন, তাহলে আমি

কিছুই করতে পারতাম না। যতটুকু পৌরবাসীকে সেবা দিতে পেরেছি, তার চেয়ে আমি আরও বেশি ভালোবাসা ও সম্মান পেয়েছি। জানি না কতদিন আপনাদের পাশে থাকতে পারব, তবে যতদিন আছি, আপনাদের সুখে-দুঃখে পাশে থাকব, ইনশাআল্লাহ।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন প্রধান সহকারী শাহ আলম, পৌর কর নির্ধারক জাহিদুল ইসলাম, কার্য সহকারী হারুন অর রশিদ, লাইসেন্স পরিদর্শক মমিনুল ইসলাম, সহকারী কর আদায়কারী গোলাম কিবরিয়া ও শফিকুল ইসলাম এবং টিকাদান সুপারভাইজার আ. মজিদ।

এ সময় পৌরসভার অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনা সরকারি কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ মোশারফ হোসেন আর নেই

দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক উপদেষ্টা ও দর্শনা সরকারি কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ মোশারফ হোসেন আর নেই। তিনি শনিবার (২৮ মার্চ) দিবাগত রাতে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

তার মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন দর্শনা প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির নেতৃবৃন্দ।

এক যৌথ শোকবার্তায় দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, সহ-সভাপতি চঞ্চল মেহমুদ, সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমন, সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আওয়াল হোসেন, সহ-সভাপতি কামরুজ্জামান যুদ্ধ, সাধারণ সম্পাদক মাসুম বিল্লাহ, প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মনিরুজ্জামান ধীরু, জাহিদুল ইসলাম, হানিফ মন্ডল এবং সাবেক সাধারণ সম্পাদক উসমান আলী, নজরুল ইসলাম, আহসান হাবিব মামুন, মাহমুদ হাসান রনি, হাসমত আলী, মোস্তাফিজুর রহমান কচি, ওয়াসিম রয়েল, ইমতিয়াজ আহমেদ রয়েল, সুকোমল চন্দ্র বাধন, আবিদ

হাসান রিফাত, ফরহাদ হোসেন, আব্দুল হান্নান, রাজিব মল্লিক, আব্দুর রহমান ও সাব্বির আলিম শোক প্রকাশ করেন।

শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ উল্লেখ করেন, মোশারফ হোসেন দর্শনা প্রেসক্লাবের পাশাপাশি দর্শনা সাংবাদিক সমাজের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। তিনি সবসময় সাংবাদিকদের দিকনির্দেশনা প্রদান করতেন এবং তাদের পেশাগত উন্নয়নে সহায়তা করতেন।

নেতৃবৃন্দ মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। তারা বলেন, তিনি একজন সৎ, মেধাবী ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে তার অবদান দর্শনাবাসী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

নেতৃবৃন্দ মহান আল্লাহর নিকট মরহুমকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান এবং তার পরিবারকে এ শোক সহ্য করার শক্তি কামনা করেন।

অপরদিকে, দর্শনা রেলবাজারের মোল্লা গার্মেন্টসের স্বত্বাধিকারী বাসের আলী (৫৫) স্ট্রোক করে রোববার নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেছেন। গতকাল রোববার দুপুর ২টার দিকে বাজার মাঠে জানাজা শেষে আজমপুর কবরস্থানে তার দাফন সম্পন্ন করা হয়।

তার অকাল মৃত্যতে বাজার কমিটির সভাপতি তোফাজ্জেল হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক রতন শোক প্রকাশ করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

আলমডাঙ্গার গোপীবল্লভপুর গ্রামের যুবলীগ নেতা টুটুল আর নেই

আলমডাঙ্গা উপজেলার গোপীবল্লভপুর গ্রামের টুটুল হোসেন আর নেই। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে হৃদরোগে আক্রান্ত ছিলেন।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারী ইউনিয়নের গোপীবল্লভপুর গ্রামের সাবেক ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত গোপাল দফাদারের ছেলে টুটুল হোসেন আওয়ামী যুবলীগের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন।

তিনি আজ ২৯ মার্চ রোববার সন্ধ্যায় স্ট্রোকজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন।

আগামীকাল ৩০ মার্চ সোমবার বেলা ১২টায় গ্রামের কবরস্থানে নামাজে জানাজা শেষে তার দাফন সম্পন্ন হবে বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে।

দামুড়হুদায় বেশি দামে জ্বালানি তেল বিক্রি, জরিমানা ও জ্বালানি জব্দ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে সরকারি নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে পেট্রোল ও অকটেন বিক্রির অভিযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

অভিযানে ‘আবু হাসান অটোমোবাইল’-এর মালিক আবু জারকে পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬-এর ধারা ২০ অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত করে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ সময় তার প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় ৫০০ লিটার অকটেন ও পেট্রোল জব্দ করা হয়।

শনিবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলা চত্বরে জব্দকৃত জ্বালানি সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি মূল্যে বিক্রি করা হয়।

জানা গেছে, গতকাল শুক্রবার দিবাগত গভীর রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কার্পাসডাঙ্গা বাজারে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার উবায়দুর রহমান সাহেল এবং জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ফাহাদ

চৌধুরী।

সূত্রে জানা যায়, জব্দকৃত অকটেন ও পেট্রোল খুলনার একটি ডিলার পয়েন্ট থেকে সংগ্রহ করে অতিরিক্ত দামে বিক্রি করা হচ্ছিল।

পরে শনিবার সকালে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জব্দকৃত জ্বালানি তেল সরকারি নির্ধারিত মূল্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিক্রি করা হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার উবায়দুর রহমান সাহেল জানান, ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষায় এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

চুয়াডাঙ্গায় নারীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ: মূল পরিকল্পনাকারী নারীসহ গ্রেপ্তার ৬

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলায় এক নারীকে কৌশলে ডেকে নিয়ে দেশীয় অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে মূল পরিকল্পনাকারী এক নারীসহ মোট ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গত ২৫ মার্চ রাত ১০টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলার খাদিমপুর বেলেদারী ফাঁকা মাঠে সেচপাম্পের পশ্চিম পাশে জনৈক খসরুর আমবাগানে নিয়ে জোরপূর্বক পাশবিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। আজ শনিবার (২৮ মার্চ) বিকাল ৪টায় পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খান।

আসামিরা হলেন—সদর উপজেলার সাতগাড়ী গ্রামের ফয়সালের স্ত্রী কবিতা (৩০), আলমডাঙ্গা উপজেলার মিজান (৩৪), পিতা নজরুল (খাদিমপুর), সামাদ আলী (২৫), পিতা আছির উদ্দিন (খাদিমপুর), আদম আলী (৩৪), পিতা এনামুল হক (খাদিমপুর), শাহজাহান (৪৫), পিতা মৃত তাহাজ্জেল বিশ্বাস (খাদিমপুর) এবং আব্দুস সালাম (২৬), পিতা দুলাল (শিয়ালমারি)।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, সদর থানার সাতগাড়ী এলাকার বাসিন্দা ওই নারীর সঙ্গে কৌশলে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন একই এলাকার ফয়সালের স্ত্রী কবিতা। পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরে গত ২৫ মার্চ কবিতাই ভিকটিমকে ফুঁসলিয়ে ইজিবাইকে করে চুয়াডাঙ্গা বড়বাজারে নিয়ে আসেন। সেখানে আগে থেকেই অবস্থান করছিল কবিতার খালাতো ভাই আব্দুস সালাম। সালাম আরেকটি ইজিবাইক নিয়ে এলে কবিতা ভিকটিমকে ঘুরতে যাওয়ার কথা বলে চুয়াডাঙ্গা-আলমডাঙ্গা সড়কের দিকে রওনা দেন।

পরে তারা আলমডাঙ্গা থানার খাদিমপুর গ্রামের বেলেদারী ফাঁকা মাঠের কাছে পৌঁছে ইজিবাইক চালককে ভাড়া দিয়ে বিদায় করে দেন। এরপর আসামিরা পরস্পরের যোগসাজশে দেশীয় অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ভিকটিমকে পাশের খসরুর আমবাগানে নিয়ে যায়। সেখানে আব্দুস সালাম, শাহজাহান ও সামাদ আলীর সহযোগিতায় আদম আলী ও মিজান ওই নারীকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। এ সময় ঘটনাটি কাউকে না জানানোর জন্য ভিকটিমকে বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি ও হুমকি দেওয়া হয়।

পরে ওই রাতেই কবিতা ও ভিকটিমকে ইজিবাইকে করে পুনরায় চুয়াডাঙ্গা বড়বাজারে নামিয়ে দেয় আসামিরা। বাড়ি ফেরার পর অসুস্থ হয়ে পড়া ওই নারী তার স্বামীর কাছে পুরো ঘটনা খুলে বলেন। এরপর তিনি নিজেই বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা করেন।

মামলার পরপরই চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খান তাৎক্ষণিকভাবে জড়িত সব আসামিকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেন। পরে ২৮ মার্চ ভোর ৪টার দিকে আসামিদের নিজ নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খান বলেন, “ঘটনাটি অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। ভিকটিম অভিযোগ দায়ের করার পরপরই আমরা বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে আমলে নেই। আমাদের দ্রুত ও নিরবচ্ছিন্ন অভিযানের ফলে মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে মূল পরিকল্পনাকারীসহ জড়িত ছয় আসামির সবাইকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে। অপরাধীদের দ্রুত বিচারের মুখোমুখি করতে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এ ধরনের অপরাধ দমনে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের জিরো টলারেন্স নীতি অব্যাহত থাকবে।”

দর্শনায় পুলিশের এসআই পরিচয়ে প্রতারণা, অটোচালকের গাড়ি উধাও

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনায় দিনের বেলায় পুলিশের এসআই পরিচয়ে প্রতারণা করে একটি অটোগাড়ি নিয়ে উধাও হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। গত শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে দর্শনা পৌর এলাকার শ্যামপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

প্রতারণার শিকার ব্যক্তি জীবননগর উপজেলার সুটিয়া গ্রামের আব্দুস সাত্তারের ছেলে আব্বাস উদ্দিন (৩৮)। খবর পেয়ে ঘটনার পর দর্শনা থানার এসআই জাহাঙ্গীর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

অটোচালক আব্বাস উদ্দিন জানান, শুক্রবার সকাল ১১টার দিকে তিনি জীবননগর পৌর শহরের বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ইজিবাইক নিয়ে অবস্থান করছিলেন। এ সময় অজ্ঞাত এক ব্যক্তি নিজেকে জীবননগর থানা পুলিশের এসআই পরিচয় দেন। তিনি জানান, তার পরিবারকে জরুরি ভিত্তিতে দর্শনায় নিতে হবে এবং ৪০০ টাকায় অটোটি রিজার্ভ ভাড়া করেন।

দুপুর ১২টার দিকে তারা দর্শনা পৌরসভার শ্যামপুর গ্রামের নুর ইসলামের বাড়ির সামনে পৌঁছান। সেখানে আগে থেকেই আরেকজন ব্যক্তি পুলিশের ড্রাইভার পরিচয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি এসে বলেন, “স্যার, আপনার গাড়ির এক্সিডেন্ট হয়েছে, একজন গুরুতর আহত।”

এ কথা শুনে কথিত এসআই দ্রুত হাসপাতালে যাওয়ার কথা বলে শ্যামপুর বিজিবি মোড় পার হয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে মোবাইলে জোরে কথা বলেন এবং জানান, আহত ব্যক্তি মারা গেছেন। এরপর তিনি আব্বাস উদ্দিনকে বলেন, “আপনি আমার বাড়িতে গিয়ে আমার ড্রাইভারকে নিয়ে আসেন।”

আব্বাস উদ্দিন অটো নিয়ে যেতে চাইলে তাকে বলা হয়, “গাড়ি এখানে থাক, আপনি ড্রাইভারকে ডেকে নিয়ে আসেন।” পরে তিনি নুর ইসলামের বাড়িতে গিয়ে কাউকে না পেয়ে ফিরে এসে দেখেন, তার অটোগাড়িটি নেই।

ঘটনার পর তিনি দর্শনা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেন। খবর পেয়ে এসআই জাহাঙ্গীর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বলেন, “ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। দ্রুতই আসামিদের শনাক্ত করা সম্ভব হবে বলে আশা করছি।”

এ বিষয়ে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, “শ্যামপুর এলাকা থেকে প্রতারণার মাধ্যমে একটি অটো নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টি তদন্ত করে প্রতারকদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।”

আলমডাঙ্গায় আগাছানাশক প্রয়োগে ধান পুড়ে নষ্ট, বিষ বিক্রেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ

আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের আসাননগর গ্রামে আগাছা দমনের জন্য প্রয়োগ করা বিষে ধান পুড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় স্থানীয় এক বিষ বিক্রেতার বিরুদ্ধে নিম্নমানের বা ভেজাল আগাছানাশক বিক্রির অভিযোগ করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক আসাননগর গ্রামের মৃত আসমান মণ্ডলের ছেলে মস্তক আলী জানান, প্রায় এক মাস আগে ধানের জমির আগাছা পরিষ্কারের জন্য আলমডাঙ্গার হাফিজ মোড় রোডের ব্যবসায়ী সিরাজুল ইসলামের কাছ থেকে আগাছানাশক ক্রয় করেন। তবে দুই সপ্তাহ পার হলেও কাঙ্ক্ষিত ফল না পাওয়ায় তিনি পুনরায় ওই বিক্রেতার কাছে গেলে তাকে অন্য একটি বিষ দেওয়া হয়।

তিনি আরও জানান, দ্বিতীয়বার প্রাপ্ত বিষ জমিতে স্প্রে করার তিন দিনের মধ্যে ধানের গাছ গোড়া থেকে পুড়ে যায়। এতে পুরো জমির ধান নষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তীতে বিষয়টি বিক্রেতাকে জানালে তিনি ঈদের ছুটির কথা উল্লেখ করে কোম্পানির প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলে জানাবেন বলে আশ্বাস দেন। ঈদ-পরবর্তী সময়ে কোম্পানির প্রতিনিধি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেও এখন পর্যন্ত কোনো সমাধান বা ব্যাখ্যা

পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী কৃষক।

এ বিষয়ে কথা বলতে গেলে অভিযুক্ত বিক্রেতা সিরাজুল ইসলাম সাংবাদিকদের জানান, তিনি অন্য স্থান থেকে বিষ সংগ্রহ করে বিক্রি করেন। কৃষি অফিসারের পরামর্শ ছাড়া বিষ বিক্রির বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, “কৃষি অফিসারের পরামর্শ অনুযায়ী চললে ধান উৎপাদন সম্ভব নয়।” এ সময় তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

এদিকে একমাত্র আয়ের উৎস ধান নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন কৃষক মস্তক আলী। অভিযোগ উঠেছে, ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে প্রভাবশালী মহলের সহায়তা নেওয়ার চেষ্টা করছেন অভিযুক্ত ব্যক্তি। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এর আগেও তার বিরুদ্ধে নকল দস্তা সার বিক্রির অভিযোগ রয়েছে।

ঘটনাটি নিয়ে স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। তারা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

দর্শনায় দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে বোনের সংবাদ সম্মেলন

দর্শনায় দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক জমি দখল ও দোকানের মালামাল লুটের অভিযোগে দুই বোন সংবাদ সম্মেলন করেছেন।

শনিবার বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে দর্শনা প্রেসক্লাবে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে দর্শনা কলেজপাড়ার মৃত দীন মোহাম্মদের মেয়ে মমতাজ বেগম বক্তব্য দেন।

তিনি বলেন, “আমি অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আমার ওপর সংঘটিত অন্যায়, নির্যাতন, সম্পত্তি দখল ও নিরাপত্তাহীনতার বিষয়টি তুলে ধরার জন্য। আমি ও আমার ভাইয়েরা দক্ষিণচাদপুর মৌজার ৩৯৭ নম্বর খতিয়ানের ৫৫৮০ নম্বর দাগে অবস্থিত

পৈত্রিক জমির বৈধ ওয়ারিশ। প্রায় এক বছর আগে ওয়ারিশদের সম্মতিতে সেনাক্যাম্পে একটি বৈঠকের মাধ্যমে স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করে জমির অবস্থান ও হিস্যা নির্ধারণ করা হয়। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি ও আমার ভাই মিজানুর রহমান আমাদের প্রাপ্য অংশে একটি পাকা দোকান নির্মাণ করি। নির্মাণকালে কোনো পক্ষ থেকেই আপত্তি তোলা হয়নি।”

তিনি আরও বলেন, “দোকান নির্মাণ শেষ হওয়ার পর আমার আপন দুই ভাই মোঃ সাজেদুর রহমান বাবু ও মোঃ সাইফুর রহমান রোকন জোরপূর্বক দোকানের দখল নেওয়ার চেষ্টা শুরু করে। এ বিষয়ে আমি আদালতে মামলা দায়ের করি। পরে বিষয়টি সামাজিকভাবে মীমাংসার লক্ষ্যে দর্শনা থানায় একটি সালিস বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আমাকে অশালীন আচরণের শিকার হতে হয় এবং একপর্যায়ে গলা টিপে হত্যার চেষ্টা করা হয়, যা উপস্থিত লোকজন প্রতিহত করে।”

মমতাজ বেগম অভিযোগ করে বলেন, “আমি নতুন ব্যবসা শুরু করার উদ্দেশ্যে আমার দোকানে প্রায় ১০ লাখ টাকার ইলেকট্রনিক পণ্য মজুদ করি। কিন্তু গত ২২ মার্চ ২০২৬ তারিখ ভোরে অভিযুক্তরা আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে দোকানের তালা ভেঙে সব মালামাল লুট করে নিয়ে যায় এবং দোকানে নতুন তালা লাগিয়ে দেয়। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এ ঘটনার পেছনে স্থানীয় এক প্রভাবশালী ব্যক্তির কু-পরামর্শ ও প্ররোচনা রয়েছে।”

চুয়াডাঙ্গায় পুঁতে রাখা ৭টি ল্যান্ডমাইন ধ্বংস করল সেনাবাহিনী

চুয়াডাঙ্গায় একটি ভুট্টার জমিতে সেচ নালা তৈরির সময় উদ্ধার হওয়া সাতটি শক্তিশালী ল্যান্ডমাইন নিষ্ক্রিয় করেছেন সেনাবাহিনীর বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিটের সদস্যরা। উদ্ধারের ২৯ দিন পর শনিবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা সদরের মাখালডাঙ্গা গ্রামের স্কুলপাড়া মাঠে বিকট শব্দ ও কম্পনের মধ্য দিয়ে ল্যান্ডমাইনগুলো ধ্বংস করা হয়।

জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মির্জা শহিদুল ইসলাম বলেন, ধারণা করা হচ্ছে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এসব স্থলমাইন পুঁতে রেখেছিল।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, সদর উপজেলার দিননাথপুর গ্রামের কৃষক হযরত আলীর মাখালডাঙ্গা গ্রামের স্কুলপাড়া মাঠে একটি চাষের জমি রয়েছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি তিনি জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য নালা (ক্যানাল) তৈরির কাজ করছিলেন। এ সময় তার কোদালের আঘাতে তিনটি শক্তিশালী ল্যান্ডমাইন বেরিয়ে আসে। তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হলে নিরাপত্তার স্বার্থে এলাকাটি পুলিশ পাহারায় ঘিরে রাখা হয়।

তিনি আরও জানান, বিষয়টি সেনাবাহিনীকেও অবহিত করা হয়। এরপর শনিবার সকালে সেনাবাহিনীর ৫৫ রেজিমেন্ট, যশোর ইউনিটের ১৫ সদস্যের একটি বোম্ব ডিসপোজাল দল ক্যাপ্টেন রিফাতুল ইসলামের নেতৃত্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি চালায়। এ সময় সেখান থেকে একে একে মোট সাতটি শক্তিশালী ল্যান্ডমাইন উদ্ধার করা হয়।

দুপুরে সেনাবাহিনীর বিশেষজ্ঞ দলটি প্রথমে চারটি এবং পরে বাকি তিনটি ল্যান্ডমাইন নিষ্ক্রিয় করে। এ সময় প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ও বিকট শব্দে পুরো এলাকা কেঁপে ওঠে এবং আকাশ কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। বিস্ফোরণের ফলে ল্যান্ডমাইন নিষ্ক্রিয় করা স্থানগুলো বড় গর্তে পরিণত হয়। অভিযান চলাকালে স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।